জসীমউদ্‌দীনের প্রতি

বাঙালি কাকে বলে তা নিয়ে ইদানিং ধন্ধে থাকি।
যে লোকটার জন্ম বাগবাজারে, বোসপাড়া লেনে
সে হয়তো কোনোদিন বাঙলা গান শুনবে না,
যে মানুষটি দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিলেন ব্যাঙ্কের চাকরি নিয়ে
তিনি হয়তো কলকাতার পথঘাট নিয়ে গবেষণা করছেন
বাঙালায় বই লিখেছেন গত চল্লিশ বছর ধরে
কে বেশি বাঙালি?
কে বেশি বাঙালি? আমি, না বিলায়েৎ খান?
কেউ বলেছিল, নজল ইসলাম তো মুসলমান
তাহলে বাঙালি হলেন কি করে?
আমিও তাই ভাবতাম, হিষ্ট্রি বইয়ের ছবি
পারস্য থেকে মুসলমানরা ঘোড়ায় চেপে আসে,
কুতুবুদ্দিন আর আলাউদ্দিনের ভাই
জসীম উদ্‌দীন কিন্তু বাঙালার কবি,
সে আবার কি? আমরা বুঝি বর্ণ হিন্দুর কবিতা,
সোজন বাদিয়ার ঘাট আমাদের অদ্ভুত লাগে, আপন লাগে না,
জসীম উদ্দিন,
একশো বছর ধরে বাঙলায় কবিতা লিখেও আপনি বাঙালি হতে পারবেন না
আপনার মায়ের পিঠে তৈরির স্মৃতি
আর আপনার পুকুরপাড়ে হিজলবনে কাটানো শৈশব
এসব সত্বেও আপনি কখনো জীবনানন্দ নন
আপনি বড়জোর ফেজটুপি ও চাপকান পরা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ,
আপনি বাঙলার অধ্যাপক হতে পারেন বড়জোর
কিন্তু কবি হিসেবে বড্ড গ্রামীণ আপনি একটুও আধুনিক নন...
কিন্তু চাকাটা বোধহয় ঘুরছে, জসীম সাহেব,
লেখার ভাষা ক্রমশ কাছে আসছে মুখের ভাষার
কবিরা ক্রমশ কলকাতাকে ভেঙে চুরে
ঢুকে পড়ছে পুলিয়া বা রাজশাহীর মফস্বলে
জোতদারের গোলাবাড়ির ছায়ার গজিয়ে উঠছে ঘাসের মতো বাঙলাভাষা
মুরগি খুঁটে খাচ্ছে অঞ্চলের কবিতা,
ঢেঁকির পাড় পড়ছে নির্মল হালদারের লেখায়
এবাদুর রাহমান গাইছেন বাঙাল ভাষার কিস্‌সা,
ফারহাদ মাঝহার এবাদৎনায়াম দুয়া কাড়ছেন বাঙালাভাষাভাষীর

'রক্তমাংস' আর 'কাবাসনার' ফাঁক দিয়ে আমরা ভবিষ্যতকে দেখছি
বাঙলা কবিতার
জসীম মিঞা যেখানে বুনে তুলছেন নকশি কাঁথার মাঠ।

যশোধরা রায় চৌধুরী